বাপ্পাকে নিয়ে অলিম্পিক সাইজের ধাপ্পা!

বনি আমিন

সিডনী'র অলিম্পিক ভিলেজের এ্যাথলেটিক সেন্টারে বৈশাখী মেলা ঘটাবেন বলে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতীক সংগঠনের ভগ্নাংশ (বিবি পরিষদ) বেশ ঘনঘটা করে প্রায় তিন/চার মাস আদানুন খেয়ে সিডনীতে প্রচার চালিয়েছিলেন। উক্ত মেলায় আগত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে বাংলাদেশের এ সময়কার আলোচিত তরুন কণ্ঠশিল্পী বাপ্পা মজুমদারকে উম্মুক্ত ময়দানে খোলা আকাশের নীচে গাইবার জন্যেও আমন্ত্রণ করে আনা হচ্ছে বলে বিবি পরিষদের কর্মকর্তারা নানা উপায়ে তা প্রচার করেছিলেন। মেলা কোনদিন কোথায় হবে, কোন মঞ্চে কারা নাচবে, কে আসবে, কে গাইবে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি নিয়ে একটি পারিবারিক ওয়েভসাইট সহ সিডনীর প্রায় প্রতিটি বাংলা রেডিও, টিভি ও অন্যান্য মুদ্রন মাধ্যম বিবি পরিষদের বরাত দিয়ে প্রচারের ঢাকঢোল বাজিয়েছিলেন। বাপ্পা মজুমদারের ছবি সহ মেলার চটকদার পোষ্টার ছাপিয়ে সিডনী'র প্রায় অর্ধশত বাংলাদেশী দোকানের দেয়ালে তা সেঁটে দেয়া হয়েছিল। বিবি পরিষদের মেলার বিশেষ চমক 'বাপ্পা মজুমদার' হলেও বাড়তি আকর্ষন হিসেবে অঘোষিত আরো কিছু চমক থাকবে বলে সিডনীব্যাপী নানা গুঞ্জন চাউর হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত বৈশাখী মেলাতে সত্যিকারার্থে অঘোষিত কোন চমক না থাকলেও মেলার স্মরনিকাতে তাদের নেত্রী আশির্বাণী পাঠিয়ে বিবি পরিষদের বিরোধী অংশকে সত্যি সেদিন চমকে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আশির দশকের শেষের দিকে সিডনীতে গঠিত এ বিবি পরিষদের দ্বিখন্ডিত অন্য অংশটি সিডনীর আরেকটি অঞ্চলে তাদের বৈশাখী মেলা গত ১৫ এপ্রিল অত্যান্ত আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করেন। দ্বিখন্ডিত এ সংগঠনের উভয়াংশ বছরের পর বছর নিজেদেরকে সংগঠনের 'মুড়ো' ও অন্যপক্ষকে 'লেজ' হিসেবে দাবী করে আসছিল। পিতৃ পরিচিতির হাহাকার নিয়ে অবাঞ্চিত সন্তানের মত ভগ্নাংশ উভয় দল গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশের 'শেকড়-দলে'র কাছে মাথা ঠুকে মরেছিল। উর্দ্ধমুখী পলকহীন তাকিয়ে থাকা এক পক্ষের ভাগ্যে ঝুলন্ত 'শিঁকে' ছিঁড়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যপক্ষ সিডনীতে বসেই তাৎক্ষনীক ঢাকার আদালতে 'স্বীকৃতি আদায়' এর দাবী নিয়ে মামলা ঠুকে দেয়। নির্ভরশীল সুত্র থেকে জানা যায় যে সিডনী'র অলিম্পিক ভিলেজে বৈশাখী মেলা আয়োজনকারী ভঙ্গ-পরিষদটি 'শেকড় দলে'র কাছে অবাঞ্চিত। তাই নেত্রীর আশির্বানী চমকে দিয়েছিল বৈকি, বিমর্ষ করে দিয়েছিল স্বীকৃত পরিষদটি সহ অনেককে। সিডনীতে বিবি পরিষদের এক ভগ্নাংশ অপর অংশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অহরহ 'এক হাত' দেখানোর প্রতিযোগীতায় দীর্ঘদিন থেকে লিপ্ত। তাদের এ বিবাদ যেকোন সময়ে সিডনী'র বাংলাদেশী সমাজে কলঙ্ক বয়ে নিয়ে আসতে পারে বলে অনেকে আশংকা করছেন।

অলিম্পিক ভিলেজের বৈশাখী মেলা ময়দানে গিয়ে উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলেন যে বাপ্পার গান গাওয়ার বিষয়টি ছিল নিছক চালবাজী। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে লোক জমায়েত করানোর জন্যে মেলা কর্তৃপক্ষ ঐ ফন্দি এঁটেছিলেন। বাপ্পা মজুমদারের নাম ছড়িয়ে মেলা

কর্তৃপক্ষ যে ধাপ্পা দিয়েছেন তা এখন সিডনীতে সকলের মুখে মুখে। মেলার শেষ মুহুর্ত অবদি আয়োজকরা বাপ্পা বিষয়ে চাতুরালি করে গেছেন এবং সৌজন্য রক্ষার্থে তাদের অপারগতা স্বীকার করে সেদিন তারা কোনপ্রকার ঘোষনাও দেননি। 'অলিম্পিক সাইজের প্রতারনা'র ইতিহাস রচনা করার ধৃষ্ঠতা বর্হিবিশ্বের কোন বাংলাদেশী সংগঠন এ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি বলে অনেকে সেদিন ধিক্কার দিয়েছেন। শোনা যায় মেলায় আগত ক্ষুদ্ধ অতিথিদের একাংশ এভাবে প্রতারিত হওয়ার কারনে খরিদ করা পার্কিং টিকেট, মেলার টিকেট, স্যুভেনির ও পোষ্টার জোগাড় করে মেলা আয়জকদের বিরুদ্ধে কনজিউমার এ্যাফায়ার্সে নালিশ করার কথাও চিন্তা করছেন। যে মাত্রায় অষ্ট্রেলিয়াব্যাপী প্রচার করে বাপ্পা মজুমদারের আগমনবার্তা মেলার আয়োজকরা প্রচার করেছিলেন তার বিন্দু পরিমানও তারা এখন পর্যন্ত অনুশোচনা বা ক্ষমা চেয়ে কোথাও কোন বিবৃতি দেননি। তবে আজকের এ সংবাদ প্রচারপর যদি মেলা কর্তৃপক্ষ কোন প্রচার মাধ্যমে তা করে থাকেন, তবে ভিন্ন কথা। ধরে নিতে হবে কর্ণফুলীর বৈঠার আঘাতে সত্যিকারের কাজ হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিল্পী বাপ্পা মজুমদারের একজন ঘনিষ্ঠ সাথী ঢাকা থেকে আমাদের জানিয়েছেন যে সিডনী থেকে বাপ্পাকে উক্ত বৈশাখী মেলায় যোগ দেয়ার জন্যে ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনে টুরিষ্ট ভিসার জন্যে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। উক্ত টুরিষ্ট ভিসার আবেদনপত্রের সমর্থনে মেলা আয়োজক কমিটির একজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি একটি আমন্ত্রনপত্র তার কাছে পাঠান। যথাসময়ে ঐ নেতার চিঠিকে 'নাজিল হওয়া আসমানী কিতাব' এর অংশ বিশেষ মনে করে বাপ্পা হাই কমিশনে তার ভিসার দরখাস্ত জমা দেন। অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারনে নিরীহ শিল্পী বাপ্পা মোটেই জানতেন না, যে কি ভিসাতে তিনি সিডনীতে এসে বানিজ্যভিত্তিক একটি কনসার্টে গাইবেন। ভিসার শর্তভঙ্গ অপরাধে প্রবাসে এসে তাকে যে জেল খাটতে হতো একথাও তিনি জানতেন না। দরখাস্ত দাখীল করার পর বাপ্পাকে প্রশ্নকরে ঢাকার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ মূল বিষয়টি জানতে পেরে তার দরখাস্তটি বাতিল করেন এবং তাকে সঠিক ফরমে সঠিক ভিসার জন্যে দরখাস্ত করতে উপদেশ দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একজন ভিনদেশী শিল্পী কখনো অষ্ট্রেলিয়াতে কোন কনসার্ট করতে চাইলে তাকে 'এনটারটেইনমেন্ট' নামক ভিসার জন্যে আবেদন করতে হয়। 'এন্টারটেইনমেন্ট ভিসা' ছাড়া অন্যকোন ভিসায় এসে কোন শিল্পী যদি অষ্ট্রেলিয়াতে কোন অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং প্রতিপক্ষ দল যদি অপরপক্ষের মৃত্যুযন্ত্রনা দেখার জন্যে অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশনকে খুঁচিয়ে দেন তবে ঐ শিল্পীকে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে ইমিগ্রেশন তার ভিসা বাতিল করে জেলে ভরতে পারেন। প্রবাসে লাঞ্চনা ও অহেতুক জেল জরিমানা থেকে বাঁচার জন্যে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়াতে আসতে ইচ্ছুক যেকোন বাংলাদেশী শিল্পী যেন তাঁর স্পন্সরের আসল পরিচয়, সামাজিক ও ইমিগ্রেশনে অবস্থান পরিষ্কারভাবে জেনে নেন। সর্বোপরি একজন শিল্পী অবশ্যই অষ্ট্রেলিয়াতে আসার আগে তার অনুমদিত ভিসা লেভেলে'র একদম উপরের ডান কোণায় চার অঙ্কের বর্নিত ভিসার শর্তগুলো ভালো করে পড়ে দেখেন।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯১ সনে লন্ডনে একজন বাংলাদেশী শিল্পী'র বিব্রতকর অবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। গোপনীয়তার কারনে তার নামটি চাপা রইল। উক্ত শিল্পী না জেনে বিবাদমান একটি সংগঠনের আবেদনে টুরিষ্ট ভিসায় পুর্ব লন্ডনের একটি কমিউনিটি হলে একটি শো করতে গিয়েছিলেন তখন। প্রতিবেদক সে অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপক্ষের গোপন সংবাদ অনুযায়ী অনুষ্ঠানের ঠিক মধ্যভাগে 'হোম অফিস' থেকে একদল ইমিগ্রেশন অফিসার অতর্কিত হলে ঢুকে নিরীহ শিল্পীটিকে শত শত শ্রোতার সামনে ভিসাশর্ত ভঙ্গের দায়ে ধরে নিয়ে যায়। হলঠাঁসা দর্শকদের মাঝ দিয়ে মাথানত করে পুলিশের সাথে হেঁটে যাওয়া বাংলাদেশী শিল্পীর করুন অবস্থা দেখে সেদিন মনে হয়েছিল যেন লাঞ্চিত বাংলাদেশের পতাকা নিজেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সবার মাঝ দিয়ে। বাংলদেশী সেই নিরীহ শিল্পীটি নিদ্রাহীন দু'রাত লন্ডন পুলিশ হেফাজতে কাটিয়ে অপমানিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরেছিলেন। ওদিকে এক পক্ষের অনুষ্ঠান পন্ড হওয়াতে অন্যপক্ষ হোয়াইট চ্যাপেল, স্ট্যাফিনি গ্রীন ও অলগেইট ইষ্ট এলাকা সহ পুর্ব লন্ডনের প্রতিটি রাস্তায় 'উচিৎ শিক্ষা' দেয়ার সফলতায় আনন্দের ঢুগঢুগী বাজিয়েছিলেন। গতবছর প্রবাসে এ রেষারেষী ও নিষ্ঠুর ইর্ষার শিকার হয়ে বিখ্যাত টিভি উপস্থাপক হানিফ সংকেত, জাতিয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, এন্ড্রু কিশোর, আকবর ও চিত্র নায়িকা পুর্নিমার ভিসা আবেদন ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন কর্তৃক নাকচ হয়েছিল। হানিফ সংকেতকে মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করে সিডনী থেকে প্রতিপক্ষ একজন বাংলাদেশী 'আমাদের সময়' নামে একটি দৈনিকে জঘন্য একটি রিপোর্ট করে তখন বাহ্‌বাহ্ নিতে চেষ্টা করেছিল। অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের গর্বিত পতাকা তখনো আরেকবার হয়েছিল ভুলুণ্ঠিত।

সিডনী'র বিবাদমান বিবি পরিষদের কর্মকর্তা ডঃ আবদুর রাজ্জাক ও শেখ শামিমূল হকের উপদেশানুযায়ী বাপ্পা মজুমাদার টুরিষ্ট ভিসায় এসে যদি বৈশাখী মেলায় গান করতেন তবে তার নিয়তিতেও একই দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে অনেকে আশংকা করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'এন্টারটেইনমেন্ট' ভিসা'র জন্যে স্পন্সরকারী অষ্ট্রেলিয়ান সংগঠনকে ইমিগ্রেশনের কয়েকটি বিশেষ ঘাট পার হতে হয়। আমন্ত্রিত শিল্পী'র সিডনীতে থাকা খাওয়া, যাতায়াত, ইনস্যুরেন্স, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র সই, আয়কর, সংগঠনের আয়-ব্যয় সহ বিরাট অংকের ফান্ড দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে এখানকার ইমিগ্রেশন থেকে প্রথমে অনুমতি নিতে হয়। জেনে রাখা ভালো যে অন্যদেশ থেকে আগত যেকোন শিল্পীর অষ্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ আয়কর মুক্ত নয়। শিল্পী আমদানী'র অনুমদন প্রাপ্তিপর স্পন্সরকৃত সংগঠন অনুমতিপত্রের একটি কপি আমন্ত্রিত শিল্পীর কাছে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে হয়, যা নিয়ে অতপর শিল্পী 'এন্টারটেইনমেন্ট' ভিসা'র জন্যে ঢাকায় অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনে দরখাস্ত করবেন। এ পদ্ধতীতে শিল্পী'র তেমন কোন দায়বদ্ধতা থাকেনা, তবে স্পন্সরকৃত সংগঠন ইমিগ্রেশনের কঠোর নিয়মনীতি'র কাছে থাকে শৃঙ্খলিত। কিন্তু টুরিষ্ট ভিসায় স্পন্সরের বালাই নেই বলে একজন টুরিষ্টের জন্যে অষ্ট্রেলিয়াতে কারো আইনগত দায়বদ্ধতা থাকেনা। অনেকে ধারণা করছেন যে উপরেল্লেখীত ইমিগ্রেশনের এত ঘাটে ঢুঁ মেরে

সিডনী'র রাজ্জাক-শামিম পরিচালিত ভঙ্গ-পরিষদ একজন বাংলাদেশী শিল্পীকে অষ্ট্রেলিয়াতে আমন্ত্রণ করে আনার যোগ্যতা বর্তমানে তাদের নেই বলে তারা চতুরতার সাথে আইনঘটিত বিষয়টি বাপ্পার কাছে বেমালুম গোপন রেখে তাকে একটি সাধারন চিঠি দিয়ে 'টুরিষ্ট ভিসা'র জন্যে আবেদন করতে বলেছিলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ভেবেছিলেন শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে অতি সহজে তারা বাপ্পা মজুমদারকে মেলাতে গানের অনুষ্ঠানটি চালিয়ে দেবেন। দেশপ্রেমী অনেকে মন্তব্য করেছেন যে শিল্পী বাপ্পা মজুমদারের ভিসা দরখাস্তটি ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন বাতিল করে তাঁকে নির্ঘাত জেলখাটা হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তা নাহলে প্রবাসে আরেকবারের মতো আমাদের বাংলাদেশের গর্বিত জাতীয় পতাকা অপমানে অবনত হত।

বনি আমিন, সিডনী

পাদটিকাঃ

লেখাটির বিশেষাংশ অত্যন্ত গুরুত্বতার সাথে বাংলাদেশের জাতিয় দৈনিক পত্রিকা 'মানব জমিন' তাদের 'বিনোদন' বিভাগে গত ৪ঠা মে (বৃহস্পতিবার) ২০০৬ ছাপিয়েছেন।

আগামী যেকোন সংখ্যায় 'অলিম্পিক সাইজের প্রতারনা' ও বোশেখী মেলা'র কড়চা নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হবে এবং সে সাথে 'ভোক্তার অধিকার' নিয়ে মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ সিডনী'র একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব ও বাপ্পা মজুমদারের আগমন বিষয়ে মেলাদিনে বেলা ২টা ১৭মিনিটে ধারনকৃত মেলা আয়োজক সমিতির শীর্ষ নেতা ডঃ আব্দুর রাজ্জাকের একটি এ-ভি সাক্ষাৎকার কর্ণফুলী তার অগনিত পাঠকদের জন্যে 'এম-পি-থ্রি' ফরমেটে প্রকাশ করার কথা বিবেচনা করছে।

মেলা ময়দানের ককটেল ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন